GIMF বাংলা টিম অনূদিত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পুলিশ শরীয়তের শত্রু

আল কায়দা ভারতীয় উপমহাদেশ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'লার জন্য, দুরুদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ (সা) এর উপর, তাঁর পরিবার, সাহাবায়েকেরামগণের উপর।

পাকিস্তান লাখো মুসলিমের ত্যগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে। যাদের ত্যাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ছোট দলের মুসলিমদেরকে কাফেরদের গোলামী থেকে বের করে আনা... ইসলামের আলো সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে দেয়া। মুসলমানদের জন্য এমন একটা জমিন হাসিল করা দরকার ছিলো... যেখানে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করা হবে। পৃথিবীর মানচিত্রে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে

মানুষের জান, মাল, ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা নিশ্চত হবে। আর এটা প্রত্যেক মুসলমানের মনের একান্ত আশা।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য হলো, আমাদের রাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত ইংরেজদের গোলামেরা, দেশের সরকার, আইনজীবী, বিচারপতি এবং পুলিশেরা আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়নি, শুধু তাই নয় তারা অস্ত্রের জোরে তাদের মানব রচিত কুফুরি বিধান আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা এই রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের মানব রচিত কুফুরি বিধান এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, এই রাষ্ট্রে ইসলামি দূর্গের পরিবর্তে মুসলমানদের জন্য এই দেশকে কারাগারে পরিনত করেছে। এই ঘৃনিত কাজটি বাস্তবায়ন করতে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ প্রশাসন।

- ইংরেজদের গঠিত কুফুরি সমাজ হ্যবস্থা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে পুলিশ।
- এই পুলিশই আমাদের শরিয়তের কান্ডারী ওলামাদেরকে, মুজাহিদিনদেরকে এবং দ্বীনের দায়ীদেরকে গ্রেফতার করেছে এবং অনবরত হত্যা করে যাচ্ছে।
- পুলিশদের দৈনন্দিন কাজের রুটিন হচ্ছে, ইসলামের পথে আহ্বান করা মুমিনদেরকে, শরিয়তের দিকে আহ্বান করা মুমিনদেরকে প্রতিহত করে শহীদ করে দেয়া|

- এই পুলিশ আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা) এর রক্তে ভেজা দ্বীন এর পরিবর্তে সেকুলারিজমকে পাহারা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে।
- এই পুলিশ আমেরিকা ও তার দোসরদের হেফাজতকারী। শুধু তাই নয়, তারা তো কাফেরদের সৈন্যদের মাঝেই অন্তর্ভুক্ত।
- এই পুলিশেরা রাজনীতিবিদ, কুফুরি সমাজ ব্যবস্থার বিচারক, কুফফারি সেনা অফিসার, ঘুসখোর, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীদের সামনে তারা শুধু নিরব ভূমিকাই পালন করছেনা বরং এই পুলিশই তাদের আন্তরিকতারার সাথে সহযোগিতা করছে। এই পুলিশ গরীব ও সাধারণ মজলুমদের দুশমনের ভূমিকা পালন করে তাদেরকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করে যাচ্ছে।

- এই পুলিশ সকল প্রকার অপরাধীদের কাছ থেকে ঘুস খেয়ে দেশের শত্রু, দশের শত্রু এবং আল্লহর দ্বীনের শত্রু এই ধরনের ঘৃণিত অপরাধীদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।
- কুফুরি মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দেশের পুলিশ-প্রশাসনকে ঘুস না দিয়ে তাদেরকে দিয়ে কোন ভালো কাজও করানো সম্ভব নয়।
- এই পুলিশরাই আমাদের ধর্মপ্রাণ মুসলিম বোনদেরকে নির্লজ্জ ভাবে গ্রেফতার করে অস্বাভাবিক নির্যাতন করে যাচ্ছে।
- এই পুলিশ শত সহস্র নিরপরাধী মানুষদেরকে গ্রেফতার করে কঠিনতম নির্যাতন করছে।
- আবার এই পুলিশদের থানা আজ মাদক ব্যবসায়ী, পতিতাদের দালালদের আড্ডাখানায় পরিনত হয়েছে এবং এই পুলিশ চরিত্রহীন, বেহায়া, মদখোর, জুয়াখোর এবং পতিতাদের খদ্দেরদেরকে সর্বোস্তরের নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।
- এই পুলিশই আবার রাফেজী, কাদিয়ানী, ইসমাইলী এবং অন্যান্য বাতিল ফেরকা গুলোর সমাবেশগুলোতে পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করছে।
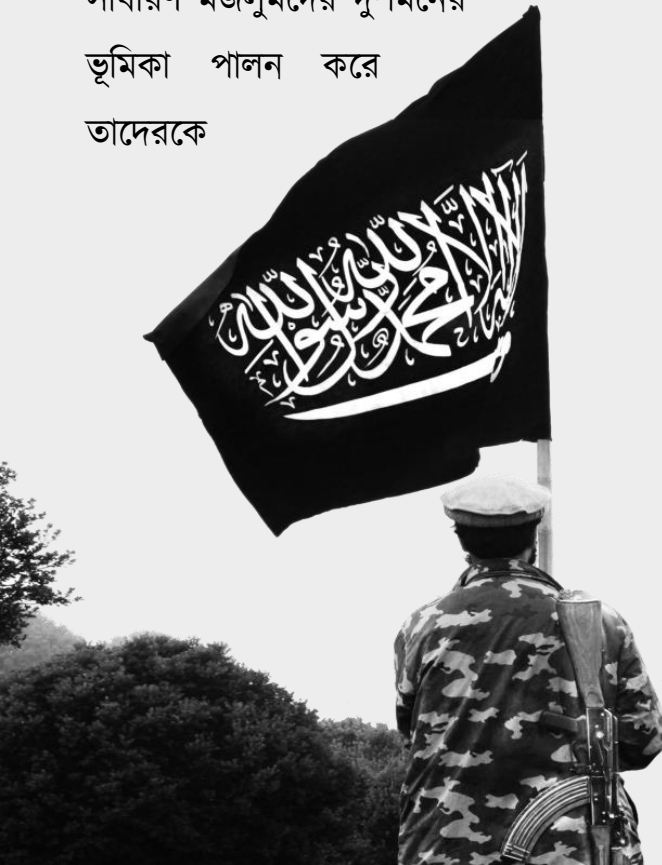
- মোটকথা এই পুলিশ পাকিস্তানে ইসলাম প্রচারের পথে বাধাদানকারী ও শরিয়তের দুশমন।

আপনারা কিভাবে মনে করেন যে, এই পুলিশ আপনাদেরকে নিরাপত্তা দিবে ? কখনোই না। এই পুলিশ তাদেরকেই নিরাপত্তা দিবে, যাদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য তাদেরকে গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বীনের দুশমন, রাজনীতিবিদ, জেনারেল, ডাকাত, চোর এবং নেশাখোরদের।

যদিও আজকে তাদের এই কুফুরি মতবাদ গনতন্ত্রের সংরক্ষণকে বাধা দেয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন আকায়ে মুহাম্মদ (সা) এর তরিকায় এই দ্বীনকে এই জমিনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আল কায়দার এই মরদে
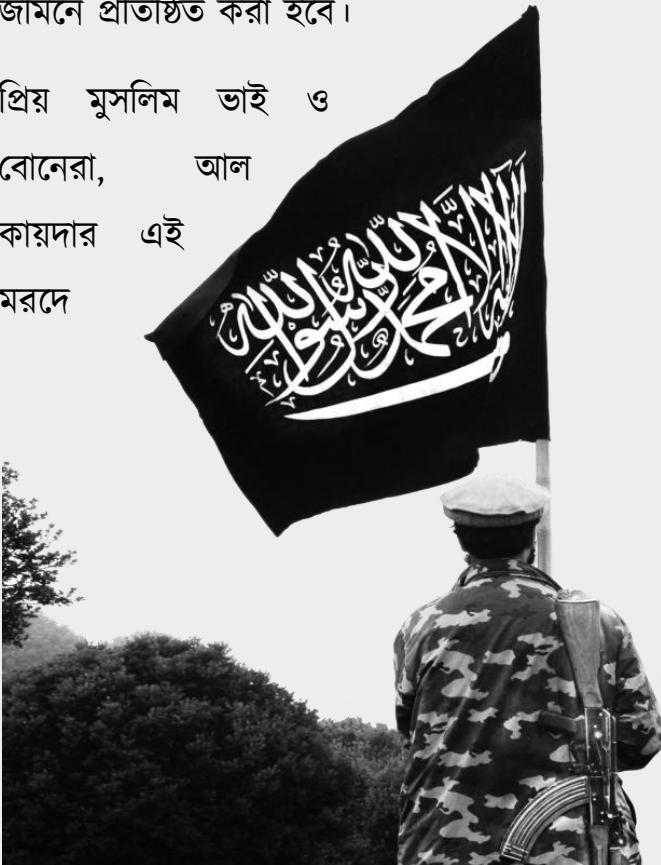
মুজাহিদিনরা আপনাদেরই সন্তান, এই মুজাহিদিনরাই আপনার দ্বীন, আপনার ইজ্জত এবং জান ও মালের হেফাজতের জন্য পাকিস্তানে ইসলামী শরিয়ত বাস্তবায়নে নিজেদের জীবন কোরবানী করে যাচ্ছে এবং এর থেকেও সামনে অগ্রসর হয়ে ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমার পর্যন্ত ইসলামের ঝান্ডা উড্ডিন করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছে। মুর্তাদ শাসক ও পুলিশদের এই অপরাধের প্রতিবাদকারী মুজাহিদিনদের সমর্থনকারী সাধারণ মুসলমানদেরকে পাকিস্তানের শাসকবর্গ, পুলিশ ও সেনাবাহিনীরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জুলুম অত্যাচার করে চলেছে। এই পুলিশদের অপরাধগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে, দ্বীন থেকে ওলামায়েকেরামদেরকে সরিয়ে দেয়া এবং ইংরেজদের দ্বারা গঠিত মানব রচিত কুফুরি মতবাদ পাকিস্তানের মধ্যে বাস্তবায়ন করা এবং আমেরিকা, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের স্বার্থে ইসলাম ও মুজাহিদিনদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সেই থেকেই এই পুলিশ প্রশাসন মুজাহিদিন ও মুসলিমদেরকে তাদের টার্গেটে পরিনত করেছে।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শরিয়তের প্রতিরক্ষা, আকায়ে মুহাম্মদ (সা) এর সম্মানের প্রতিরক্ষা, সাহাবায়েকেরামের মান ও মর্যাদা মুসলমানদের জান ও মালের হেফাজতের জন্য এই পুলিশরাই মুজাহিদিনদের টার্গেট, ইনশাআল্লাহ্।